OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 120
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 960 - 968
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 960 - 968
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

মাতৃভাষায় শিক্ষার গুরুত্ব ও জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০

ড. মানস জানা
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
পাঁশকুড়া বনমালী কলেজ (অটোনমাস), পূর্ব মেদিনীপুর
Email ID: manasjana@panskurabanamalicollege.ac.in
0009-0000-9121-2057

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Communication, roots, tradition, linguistic, power, politics, domination, hegemony.

Abstract

The importance of education in the mother tongue has been unanimously acknowledged by all thinkers, educationists, and linguists. The mother tongue opens the gateway to the world of knowledge. In India, 121 mother tongues have been officially recognized, of which 22 languages are included in the Eighth Schedule of the Constitution. These mother tongues have been categorized into several groups—mother tongue, rationalized mother tongue, classified mother tongue, and unclassified mother tongue, among others.

In any educational policy, the question of language deserves independent and serious discussion. Language is deeply intertwined with society, economy, and politics. It also serves as a powerful tool in the hands of dominant groups. As a result, linguistic hegemony becomes a major obstacle to the development of mother tongues. The three-language policy in education reinforces this dominance. So far, it has often functioned as a means of undermining the mother tongue and has contributed to linguistic inequality.

In the case of non-Hindi-speaking populations, the policy has made the learning of Hindi compulsory, thereby have narrowed the scope of linguistic diversity and made uneven development of languages more evident. The National Education Policy 2020 has given legal backing to this three-language formula. Among classical languages, Sanskrit has been given significantly greater emphasis, along with substantial financial allocation.

Although the National Education Policy mentions the importance of the mother tongue, there has been little concrete effort toward its development. There is a lack of proper planning, state initiatives, institutional support, and the creation of appropriate curricula in alignment with this goal. As a consequence, many minority mother tongues continue to face neglect. If this trend persists, several of these languages may gradually move toward extinction in the future.

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 120
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 960 - 968
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Discussion

এক

ভূমিকা : বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মনীষী, চিন্তাবিদ, সাহিত্যিকরা মাতৃভাষায় শিক্ষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। Language Acquisition (SLA) এবং Multilingual Education -এর সূচনা যাদের হাত ধরে, সেই চিন্তাবিদদের মধ্যে অন্যতম, টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরেটস অধ্যাপক জিম কামিন্স বলেন, -

> ''Conceptual knowledge developed in the [mother tongue] helps to make input in the [second language] comprehensible'' (Cummins, 2000).

অর্থাৎ মাতৃভাষার ভিতর থেকে গড়ে ওঠা অভিজ্ঞতা ক্রমাগত নতুন জ্ঞানজগতের পথ উন্মুক্ত করে। শুধু তাই নয়, কোনো জাতির সংস্কৃতিকে বুঝতে হলে ভাষা হল গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। লুপ্ত সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে জানার অন্যতম উপায় এই ভাষা। ভাষাতাত্ত্বিক শিশিরকুমার দাসের মতে, -

> "ভাষার শব্দগোষ্ঠী অবশ্যই একটি বিশেষ সমাজের সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। শব্দগুলি একটি বিশেষ সংস্কৃতির চিন্তা, ভাবনা, অভিজ্ঞতার প্রকাশ। ...ভাষায় শব্দ ভাণ্ডারের বৈচিত্র্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত মানুষের সাংস্কৃতিক জীবন, মানুষের অভিজ্ঞতা। ...শব্দভাণ্ডার সংস্কৃতির দ্বারা এমনই ভাবে প্রভাবিত, সংস্কৃতির সঙ্গে এমনই নিবিড় বন্ধনে বন্দী, যে সংস্কৃতির আলোচনা ভাষা ছাড়া অসম্ভব।" (দাস, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৭-২৮)

নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি প্রবর্তিত হয়েছে ২০২০ সালের ২৯ জুলাই। জাতীয় শিক্ষানীতি - ২০২০-র ৪ নং পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে –

> ''The tone, perception of experience and familiarity/ 'apnapan' inherent in conversations among speakers of a common language are ection and record of a culture'' (NEP 2020, Clause 4)

এই শিক্ষানীতিতে বিভিন্নভাবে Multilingualism-এর প্রসঙ্গ এসেছে। যেমন- mother tongue /state language/ scheduled language ইত্যাদি। আমাদের বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে এমন অনেকগুলি বিকল্প সামনে তুলে ধরার উদ্দেশ্য কী? কখনও মনে হতে পারে মাতৃভাষার প্রতি ঝোঁক তৈরি করা হচ্ছে। আবার পরক্ষণেই মনে হবে দিক্‌নির্দেশ করা হচ্ছে state language-এর প্রতি! মাতৃভাষাকে কি তবে state language /scheduled language/ regional language -এর সঙ্গে এক করে দেখানো হচ্ছে? তবে কি মাতৃভাষা ক্রমেই বিপদাপন্ন হবে!

দুই

মাতৃভাষায় শিক্ষার গুরুত্ব কতখানি? -

শিক্ষার সঙ্গে জীবন এবং চিন্তার যোগসূত্র তৈরি করে ভাষা। বিষয়ের আত্মীকরণ ঘটতে শুরু করে মাতৃভাষার মধ্য দিয়ে। শিশু বয়স থেকে যে বোধশক্তি ও কল্পনার বিকাশ ঘটে, ক্রমে তা বিষয়ের বিশ্লেষণে সবল করে তোলে শিশুর মাতৃভাষা। ক্রমে জ্ঞানজগতে প্রবেশপথ উন্মুক্ত হতে থাকে, আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে। ভাবনার অন্তর্নিহিত সুর, সংস্কৃতির প্রতিফলন ভাষার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। যে কোনো শিক্ষানীতির অন্যান্য বিষয়গুলির থেকে ভাষার প্রসঙ্গ তাই অনেকখানি স্বতন্ত্র। মাতৃভাষার বলতে আমরা বুঝবো –

> ''Mother tongue is thelanguage spoken in childhood by the person's mother to the person. If the mother died in infancy, the language mainly spoken in the person's home in childhood will be the mother tongue. In the case of infants and deaf mutes, the language usually spoken by the mother should be recorded.'' (India Census, 2011)

মাতৃভাষাগুলোকে কয়েকটি পদবন্ধে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যেমন – 'rationalized mother tongue', 'mother tongue (MT)', 'language', classified mother tongue, unclassified mother tongue অর্থাৎ যুক্তিসিদ্ধ মাতৃভাষা, মাতৃভাষা, ভাষা, শ্রেণিভুক্ত মাতৃভাষা, অশ্রেণিভুক্ত মাতৃভাষা ইত্যাদি। এই সব তথ্যে নানা ধরনের অস্পষ্টতা থাকে। তাহলেও গণনার পদ্ধতি অনুসারে এভাবে শব্দবন্ধগুলো দাঁড় করিয়েছে। এই মাতৃভাষায় শিক্ষা যে শিশুর কাছে সর্বোৎকৃষ্ট এবং

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 120
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 960 - 968
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

উপাদেয় সে বিষয়ে সব শিক্ষাবিদই মোটামুটি একমত। ১৯৫৩ সালে ইউনেসকো থেকে বলা হয়, শিশুর শিক্ষাদানের সর্বোত্তম মাধ্যম হল তার মাতৃভাষা। অপরিচিত ভাষাগত মাধ্যমের চেয়ে শিক্ষার্থী অনেকটাই দ্রুততার সঙ্গে শেখে, যদি তাকে মাতৃভাষার শিক্ষাদান করা হয়।

> ‘‘It is axiomatic that the best medium for teaching a child is his mother tongue. Psychologically, it is the system of maningful signs that in his mind works automatically for expression and understanding. Sociologically, it is a means of identification learns more quickly through it than through an unfamiliar linguistic medium.’’ (UNESCO, 1953, p,11).

তিন

ভারতে মাতৃভাষায় শিক্ষা : প্রসঙ্গ ও প্রেক্ষিত -

২০১১ সালের সর্বশেষ জনগণনার সময় দেশের নাগরিকদের থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে ভারতে ১২১টি ভাষা। এর মধ্যে ২২টি ভাষা অষ্টম তপশিলের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু মাতৃভাষার সংখ্যা ১৯,৫৬৯। মাতৃভাষা সম্পর্কিত এই তথ্যে নানা অস্পষ্টতা আছে। উপভাষা, ঘরোয়া ভাষা - এমন অনেককিছু মিলেমিশে আছে। ভাষাবিজ্ঞানীরা এইসব ভ্রান্তি সরিয়ে যুক্তিসিদ্ধভাবে ১,৩৬৯টি মাতৃভাষাকে নির্দিষ্ট করেছেন। অনুমান করা যায়, ১২১টি ভাষাই ১৩৬৯টি বা কিছু বেশি মাতৃভাষার বিমূর্ত রূপ। যে সব মাতৃভাষীর সংখ্যা ১০ হাজার বা তার বেশি তেমন ভাষার সংখ্যা ২৭০। এর থেকে ১২১টিকে ভাষা অর্থাৎ language হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ২৭০টির মধ্যে সমপর্যায়ভুক্ত মাতৃভাষাগুলিকে একই ভাষার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সবটা ভাষাতাত্ত্বিক নিয়মে হয়েছে এমন নয়। রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনা ও প্রভাব অনেক সময় মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে। ১২১টি ভাষা ভারতীয় জনগণের ৯৬.৭১ শতাংশের প্রতিনিধিত্ব করে। এর বাইরে আছে আরও ১,৪৭৪টি মাতৃভাষা, যেগুলো শ্রেণিবদ্ধ করা যায়নি। এগুলোই হল অশ্রেণিভুক্ত মাতৃভাষা বা unclassified mother tongue।

ভারতকে বলা যায় বিশ্বের অন্যতম multilingual living linguistic hub. বহু ভাষা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান এই দেশ। চলমান সভ্যতার সঙ্গে সব ভাষাই সমানভাবে সম্পৃক্ত হতে পেরেছে, এমনটা নয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিত, শাসক ও শোষিতের দ্বন্দ্ব - এসবই ভাষার সমৃদ্ধি, বিকাশ বা অবলুপ্তির প্রশ্নে ভূমিকা পালন করে। মাতৃভাষায় শিক্ষা ভারতে এ পর্যন্ত কতখানি কার্যকর হয়েছে সে প্রসঙ্গে নানা ধরনের তথ্য উঠে এসেছে। ইউনেসকোর অতি সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের দিকে শুরুতেই নজর দেওয়া যাক। বিশ্বে ভাষা-শিক্ষা প্রসঙ্গে আলোচনার সূত্রে ভারতে শিক্ষায় মাতৃভাষার পরিসর কতটুকু তা তথ্য সহ এই প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে।

> ‘‘Globally, over a quarter of a billion learners lack access to education in a language they fully understand. In India, nearly 44% of children enter school speaking a language that is different from the medium of instruction, according to the National Council of Educational Research and Training (NCERT) in 2022. For these children, learning begins with the added burden of decoding an unfamiliar language before grasping academic concepts. Weak foundational literacy and numeracy can lead to cumulative learning gaps, reduced confidence and, ultimately, a higher risk of dropout.’’ (Curtis, 2026, The Hindu website)

স্বাধীন ভারতের সব শিক্ষা কমিশন কোনো না কোনোভাবে স্বীকার করেছে যে, শিক্ষার মাধ্যম হতে হবে মাতৃভাষা। কোঠারি কমিশন ১৯৬৮-তে লিখেছে, - “the claims of the mother-tongue are preeminent.” (৫.৫১) অর্থাৎ মাতৃভাষার দাবিই প্রধান বা অগ্রগণ্য। এরপর ১৯৮৬-র জাতীয় শিক্ষানীতিতে লেখা হয়েছিল – “desirability of providing instruction through the mother tongue for first five years of education.” অর্থাৎ শিক্ষার প্রথম পাঁচ বছর মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে। এ শুধু বাধ্যবাধকতা স্বীকার করা নয়, একে কার্যকর করার কথাও সেখানে ছিল – “every effort is, therefore, required to implement this obligation.” কিন্তু তা কতদূর বাস্তবায়িত হয়েছে! এই নীতি কার্যকর করার ক্ষেত্রে সমস্যা কী কী! তা আজও স্পষ্ট নয়। ২০২০-র জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হল- “More HEIs (Higher Educational Institution), and more programmes in higher education, will use

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 120
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 960 - 968
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

the mother tongue/ local language as a medium of instruction...” অর্থাৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি উচ্চশিক্ষায় mother tongue/ local language ব্যবহার করবে। (NEP 2020, Clause 22.10)

চার

ভাষিক আধিপত্যবাদ মাতৃভাষা বিকাশের পথে অন্তরায় -

ভাষার সঙ্গে সমাজ ও রাজনীতি ওতোপ্রোতভাবে যুক্ত। ভাষার সঙ্গে ক্ষমতার যোগ ও সচেতন নিয়ন্ত্রণ ঘটলে ভাষা ব্যবহারের চরিত্র বদলে যায়। তাই ভাষা ক্ষমতার উৎসও বটে। ভাষা ব্যবহারের পরিসর নির্ভর করে ক্ষমতার ওপর, ভাষা ক্ষমতাশ্রয়ী। শাসক বদলালে ভাষাও বদলে যায়। ভাষার অস্তিত্ব সংকটগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এই পরিবর্তন ভাষার লিপি, ব্যাকরণ বা বিন্যাস পরিবর্তন থেকে ভিন্ন। ভাষার সামাজিক মর্যাদা বদলে যায়। ভাষাও কিন্তু মর্যাদা চায়। জাতীয় শিক্ষানীতিতে ভাষা প্রসঙ্গে আলোচনায় এই সমস্যাগুলি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র ৪.১১ পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে –

> ‘‘wherever possible, the medium of instruction until at least Grade 5, but preferably till Grade 8 and beyond, will be the home language/mother tongue/local language/ regional language.’’ (NEP 2020, 4.11)

এখানে উল্লিখিত ‘wherever possible’ পদবন্ধটি নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য স্থির করে দেয় না। একটা সম্ভাব্যতা, দোদুল্যমানতা রয়েছে। দ্বিতীয়ত, যখন ‘preferably’ বলা হচ্ছে, তখন তা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পছন্দের উপর ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। অথবা প্রতিষ্ঠানগুলির নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় যারা থাকবেন, তাদের মর্জির উপর নির্ভর করবে। গণতন্ত্র অবশ্যই কাম্য। কিন্তু একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নের সময় তা এতগুলো বিকল্প রেখে দিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ক্ষমতাসীন শক্তির ইচ্ছাধীন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। মাতৃভাষার উপরই যে জোর দেওয়া হচ্ছে, তা কোনোভাবেই home language/ mother tongue/ local language/ regional language বলার মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হতে পারে না। এখানে home language/ mother tongue যে অবহেলিত হবে না, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তাহলে আধিপত্যবাদের সম্ভাবনা থেকে যায়। আর সেই আধিপত্যবাদ নির্ভর করবে শাসক গোষ্ঠীর উপর।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ভারতে ভাষার অসম বিকাশ বিদ্যমান। ভাষাগত আধিপত্যকে ভাষিক জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টা বিভিন্ন সময় লক্ষ করা গিয়েছে। প্রাক্-স্বাধীনতার সময় থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত একাধিপত্যের অনুশীলন এবং ক্ষমতা প্রদর্শনের মনোভাব ভারতের জাতীয়তাবাদী ধারণায় ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। তা প্রতিফলিত হয়েছে শিক্ষা পরিকল্পনায়। শিক্ষানীতি প্রণয়নে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভাব যেমন ক্রিয়াশীল থাকে, তেমনি বর্তমানে তার সঙ্গে ধর্মীয় চিন্তার প্রভাব থাকা অস্বাভাবিক নয়। এ কেবল কেন্দ্রীয় স্তরেই সীমাবদ্ধ আছে, তা নয়। কারণ, এদেশে ১৯৫৬ সাল থেকে ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের মনোভাব প্রতিটি রাজ্যে তুলনায় কম শক্তিধর ভাষাগুলিকে দাবিয়ে রেখেছিল। স্বভাবতই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যখন অতীতের এমন অভিজ্ঞতা আছে, তখন শিক্ষানীতিতে উল্লিখিত কথাগুলো আরও আশঙ্কার সৃষ্টি করবেই।

পাঁচ

ঔপনিবেশিক ভারতে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান -

ভারতীয় নবজাগরণের পুরোধা ব্যক্তিত্ব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৪৬ সালের ৩ এপ্রিল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের দায়িত্ব ছেড়ে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণের অব্যবহিত পর থেকেই বাংলা ভাষায় শিক্ষাদানের সামগ্রিক পরিকল্পনা নিয়ে ভেবেছিলেন। তিনি ১৮৪১ সালের ২৯ ডিসেম্বর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগের সেরেস্তাদার বা প্রধান পন্ডিতের দায়িত্বভার নিয়েছিলেন ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বাংলা ভাষা শেখানোর জন্য। ১৮৪৪ সালে বড়োলাট লর্ড হার্ডিঞ্জ মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের জন্য বাংলায় ১০১টি (একশত এক) স্কুল প্রতিষ্ঠার আদেশ দিয়েছিলেন। হার্ডিঞ্জ সাহেব এই স্কুলগুলিতে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের দায়িত্ব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর অর্পণ করেছিলেন।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 120
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 960 - 968
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর ১৮৫২ সালের ১২ এপ্রিল কলকাতার 'সংস্কৃত কলেজ' সম্পর্কে কাউন্সিল-অফ-এডুকেশনের সেক্রেটারির অনুরোধে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করে পাঠিয়েছিলেন। এতে তিনি যুক্তি সহকারে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের যদি সুসমৃদ্ধ, উন্নত বাংলা সাহিত্যের সুদক্ষ ও শক্তিশালী রচয়িতা হয়ে উঠতে হয়, তাহলে তাদের ভালোভাবে ইংরেজি সাহিত্যের শিক্ষা দিতে হবে।

> ''The creation of an enlightened Bengali Literature should be the first object of those who are entrusted with the superintendence of Education in Bengal. Such a Literature cannot be formed by the exertion of those who are not competent to collect the materials from European sources and to dress them in elegant expressive idiomatic Bengali ... Hence the necessity of making Sanscrit scholars well versed in the English language and literature … It is very clear then that if the students of the Sanscrit College be made familiar with English Literature, they will prove the best and ablest contributors to an enlightened Bengali Literature.'' (বিদ্যাসাগর, ডিসেম্বর, ১৯৭২, পৃ: ৪৪৩)

মাতৃভাষায় স্কুলশিক্ষার জন্য কী কী প্রয়োজন, সে বিষয়গুলির উল্লেখ করে ১৮৫৩ সালের ৭ সেপ্টেম্বর কাউন্সিল-অব-এডুকেশন -এর সম্পাদক ময়েট সাহেবকে চিঠিতে অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখেছিলেন, -

> ''What we require is to extend the benefit of education to the mass of the people. Let us establish a number of Vernacular schools, let us prepare a series of Vernacular class-books on useful and instructive subjects, let us raise up a band of men qualified to undertake the responsible duty of teachers and the object is accomplished. The qualification of these teachers should be of this nature. They should be perfect masters of their own language...'' (বিদ্যাসাগর,১৯৭২, পৃ. ৪৫৪)

১৮৫৫ সালের আগস্ট মাস থেকে বিদ্যাসাগর দক্ষিণবঙ্গে বিভিন্ন জেলায় মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের লক্ষ্যে ১৯টি 'মডেল স্কুল' স্থাপন করেছিলেন তিনি।

ছয়

শিক্ষায় ত্রি-ভাষানীতি আধিপত্যবাদকেই প্রতিষ্ঠিত করে -

ত্রি-ভাষা নীতি আমাদের দেশে স্বাধীনতা পরবর্তীকালেই চালু করা হয়েছে। ১৯৬৮ সালের শিক্ষানীতি, ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি ছিল এবং ২০২০-তেও কস্তুরিরঙ্গন কমিটি জাতীয় শিক্ষানীতির মাধ্যমে ত্রিভাষা নীতিকে আইনসিদ্ধ করেছে।

> ''The three languages learned by children will be the choices of states, regions, and of course the students themselves, so long as at least two of the three languages are native to India.'' (NEP 2020, Clause 4. 13)

যারা ত্রিভাষা নীতির প্রণেতা ছিলেন, তাঁদের কথা অনুযায়ী এর মূল লক্ষ্য ছিল বহুভাষিকতা রক্ষা করা। তখন সেখানে কী বলা হয়েছিল?

> ''Three-Language Formula: At the secondary stage, the State Governments should adopt, and vigorously implement, the three-language formula which includes the study of a modern Indian language, preferably one of the southern languages, apart from Hindi and English in the Hindi-speaking States, and of Hindi along with the regional language and English in the non-Hindi speaking States.'' (India, Ministry of Education, xiii).

কিন্তু ত্রিভাষা নীতি এযাবৎ ভাষা নির্বাচনের স্বাধীনতার বদলে মাতৃভাষাগুলিকে প্রতারিত করার পন্থা হিসেবেই বিবেচিত হয়ে আসছে। ত্রিভাষার দুটি ভারতীয় ভাষার মধ্যে অবশ্যই হিন্দি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষা। কিন্তু তার মানে হিন্দিকেই প্রধান ভাষা হিসেবে শিক্ষানীতির মধ্যে দিয়ে পাকাপোক্ত করে দেওয়া হলে বৈষম্য বাড়বে, বহুভাষিকতা তার অর্থ হারাবে। ত্রি-ভাষা সূত্র অনুসারে, মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ভাষার নির্বাচনে হিন্দি অঞ্চলে হিন্দি ও ইংরেজি ছাড়া একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা তাদের পাঠ্য বিষয়ে যুক্ত হবে, বসাধারণত, দক্ষিণ ভারতের ভাষাগুলির মধ্যে কোনো একটি নির্বাচন করে। কিন্তু তা গুরুত্বহীন। হিন্দিভাষীদের ক্ষেত্রে সুবিধা হল, রাষ্ট্রীয় ভাষা আর মাতৃভাষা একই। আর অ-হিন্দিভাষী রাজ্যগুলির জন্য

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 120
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 960 - 968
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ইংরেজি, হিন্দি ও আঞ্চলিক ভাষা। বাংলাভাষীদের ক্ষেত্রে বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি। এই ত্রিভাষা নীতিতে সমস্যা গুরুতর তাদের ক্ষেত্রে, যাদের মাতৃভাষায় রচিত পুস্তক উচ্চশিক্ষার প্রশ্নে ছেড়ে দিলেও, মাধ্যমিক স্তরেই পাওয়া যায় না। যেমন ত্রিপুরার কোকবরকভাষীদের ক্ষেত্রে। তাদের চারটি ভাষা শিখতে হবে- কোকবরক, বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি। ওয়াগদিভাষীদের ক্ষেত্রে মাতৃভাষা ভিলি। তারপর লাগবে রাজস্থানী, হিন্দি, ইংরেজি।পশ্চিমবঙ্গে কুরমালি আর টোটো ভাষাভাষীদের ক্ষেত্রে? টোটো, নেপালী, বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি। এভাবে হিন্দিকে একপ্রকার বাধ্যতামূলক করলে অহিন্দিভাষী ছাত্রছাত্রীদের অনেকগুলি ভাষা শেখার চাপ মাধ্যমিক স্তরেই নিতে হবে। ভাষাশিক্ষা করতেই তাদের একটা বড়ো সময় ব্যয় করতে হবে। তাহলে হিন্দিকে যুক্ত করার ভাবনা নিয়ে ত্রিভাষা ফর্মুলা হলে এই বৈষম্য দূর হতে পারে না। অথচ হিন্দিতে সমস্ত উচ্চশিক্ষার সুযোগ কি আজও সম্ভব? হিন্দির মধ্য দিয়ে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব? এই শিক্ষানীতি কি হিন্দি আধিপত্যের অনুপ্রবেশকে সর্বজনগ্রাহ্য করে দিল?

সাত

সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর ভাষিক অবস্থান ও বৈষম্য -

আমাদের দেশে নিত্যনতুন রূপে ভাষিক আধিপত্য এসেছে। ত্রিভাষা তার একটি খোলাখুলি স্বীকৃতি। যখন নিজের মাতৃভাষায় যোগাযোগ, কাজ চালানো বা স্কুলশিক্ষা, চাকরি সম্ভব নয়, তখন অন্য ভাষা আয়ত্ত করতে হয়। যে ভাষার কৌলিন্য যত বেশি, সেই ভাষাভাষীর মানুষদের মধ্যে বহুভাষিকতার প্রবণতা তত কম। ২০০১ সালের তথ্য অনুসারে, ভারতের ২৬০ মিলিয়নের বেশি মানুষ দুটি ভাষা জানে। আর তিনটি ভাষা জানে ৭০ মিলিয়নের বেশি নাগরিক। এই ভাষা জানার মানে অধিকাংশই দ্বিতীয়, তৃতীয় ভাষায় লিখতে, পড়তে পারেন, এমনটা নয়। মোটামুটি কাজ চালিয়ে নিতে পারেন। সংকট বেশি তাদেরই, যারা সংখ্যালঘু ভাষাভাষী। হিন্দিভাষীদের দ্বিভাষিকতার গড় ১১.৯৫%। আর কোংকনি ভাষার দ্বিভাষিকতার গড় ৭৪.৩৮%। মণিপুরের একটি ছোটো ভাষাগোষ্ঠী মারিঙ্ ভাষার দ্বিভাষীর সংখ্যা ৮০.৬৩%। কারণ তারা এতটাই বিপন্ন যে, শিক্ষা এবং অন্যান্য যোগাযোগের প্রয়োজন নিজ মাতৃভাষায় মেটানো তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাহলে তাদের ভাষার অবস্থা টোটো বা কুরমালি ভাষার মতোই হবে।

দেশে সংখ্যাগুরুর ভাষিক অবস্থান যদিও বৈষম্যকে ক্রমে যেন সহনশীলতায় পর্যবসিত করেছে। ২০১১ সালের আদমশুমারির সমীক্ষার প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে ৪৩.৬৩ শতাংশ মানুষের মাতৃভাষা হিন্দি। তারপর ইংরেজি। ইংরেজি দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে দেশে ব্যবহার করে ৮৫ মিলিয়ন নাগরিক। আর তৃতীয় ভাষা ৩৮ মিলিয়ন নাগরিকের। এদেশে ইংরেজি ভাষার প্রভাব ও বিস্তারের ঐতিহাসিক পটভূমি নিয়ে আলোচনায় না গেলেও ইংরেজির প্রয়োজনীয়তার উপর ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিমতটুকু তুলে ধরা যায়।

> "ভারতবর্ষের বুদ্ধি-জীবী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে ইংরেজী দ্বিতীয় মাতৃভাষার স্থান পাইয়া বসিয়াছে; এবং অনেক স্থলে এই শিক্ষিত সমাজের মানসিক ও আধ্যাত্মিক পুষ্টির জন্য, আর অন্য যে কোনও ভাষার চেয়ে ইংরেজীই অধিক উপযোগী ও কার্য্যকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইংরেজীর প্রসাদেই আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞান সাহিত্য ইতিহাস প্রভৃতির আলোচনা আরও ব্যাপক এবং আরও গভীর হইতে পারিয়াছে, ইহার সহায়তা আমাদের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার আন্দোলনে অমূল্য হইয়াছে। আমাদের নিজেদের গরজেই আমরা ইংরেজীকে বর্জন করিতে পারি না। প্রথম, মাতৃভাষা (অথবা মাতৃ ভাষার স্থলাভিষিক্ত কোনও বড় সাহিত্যের ভাষা) - ইহার পরেই, আমাদের শিক্ষার পরিপাটীতে ইংরেজীর স্থান দিতে হয়-- রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রশাসনসংক্রান্ত কাজে ইংরেজীর প্রাধান্য চলিয়া গেলেও, সাংস্কৃতিক কারণে ইংরেজীকে রাখিতেই হইবে।" (চট্টোপাধ্যায়, বৈশাখ ১৩৫৬, পৃ. ৩৮)

যুক্তি সহকারে প্রখ্যাত ভাষাবিদ ইংরেজির গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। বর্তমানে ইংরেজি কিন্তু ভারতীয় ভাষা। আবার একথাও ঠিক যে, সঠিক ভাষাশিক্ষা পরিকল্পনার অভাবে ইংরেজি ভাষায় কথা বলা এবং কাজ চালানোর অমোঘ আকর্ষণ বাংলা সহ অন্যান্য মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে সামাজিক সমস্যার রূপ ধারণ করেছে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 120
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 960 - 968
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কিন্তু হিন্দির এত তাকৎ হল কীভাবে? ভোজপুরি, রাজস্থানি, মাড়োয়ারি, সাদরি - এমন ৫৬টি ভাষাকে হিন্দিতে অন্তর্ভুক্ত করে সংখ্যাগুরু হয়েছে। অনেক ভাষা আছে যেগুলো তিন-চারটি প্রদেশে ব্যবহৃত হয় মুখের ভাষা হিসেবে। কিন্তু মজবুত ভিত্তি পায়নি, মান্যরূপ পায়নি। যেমন, ভিলি ভাষাভাষী পাওয়া যায় রাজস্থান, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশে। কুরুখ ভাষা পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা এবং ছত্তিশগড়-এ ব্যবহার করেন এই ভাষাভাষীর মানুষ। কিন্তু ওইসব রাজ্যের প্রভাবশালী ভাষাগুলির প্রভাবে এমন দুর্বল মাতৃভাষাগুলি বিলুপ্তির পথে যাবে। ভারতীয় জনগণের ৮.৬% তপশিলি উপজাতিভুক্ত। ভারতে তপশিলি উপজাতিভুক্ত ভাষা ৭০৫টি। কিন্তু এই গোষ্ঠীগুলির ৫০ শতাংশের কম মানুষ নিজের ভাষায় কথা বলে। স্বভাবতই এরা ভাষা বদল (language shift) করতে একপ্রকার বাধ্য হন। এই উপজাতি গোষ্ঠীগুলির খুব কম ভাষায় স্কুলপাঠ্য বই আছে। তাহলে তাঁদের বাকি ভাষাগুলি রক্ষা পাবে কীভাবে? তাদের সন্তানদের শিক্ষা কীভাবে মাতৃভাষায় সম্ভব? সংবিধানের ২৯, ৩০ নং ধারায় সমস্ত ভাষাভাষীদের নিজেদের ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে। কিন্তু খাতা-কলমে এটুকুই মাত্র। তাহলে দেশের অগ্রগতির পাশাপাশি এভাবেই রাষ্ট্র ও তার সমীক্ষা - রচয়িতারা ক্ষমতানির্মাণের প্রক্রিয়ায় ভাষাবৈচিত্র্যের পরিসরকে অনেকখানি সংকুচিত করে নিয়ে আসছে কি না, তা আরও নির্দিষ্ট করে ভবিষ্যৎ বলবে।

আট

ত্রিভাষা ফর্মুলায় কি ‘সংস্কৃত’ অন্তর্ভুক্ত হতে পারে? -

সংস্কৃত ভাষাকে যুক্ত করে এই সম্ভাবনার কথা আসছে কেন? কারণ, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-তে বলা হয়েছে, -

> ‘‘Sanskrit will thus be offered at all levels of school and higher education as an important, enriching option for students, including as option in the Three language formula’’ (NEP 2020, Clause 4.16).

অর্থাৎ তিনটি ভাষার মধ্যে সংস্কৃতকে একটি ভাষা হিসেবে নির্বাচন করার সুযোগ থাকছে। সংস্কৃত এতদিন ত্রিভাষা নীতির মধ্যে ছিল না। সংস্কৃত ভারতের ধ্রুপদী ভাষাগুলির মধ্যে একটি। সংস্কৃত ধ্রুপদী সাহিত্যের দ্বারা সমৃদ্ধ। ভারতে সংস্কৃতের গৌরব অত্যুজ্জ্বল। সংবিধানের ৮ম তপশিলে তাই সংস্কৃত বিরাজমান। সাহিত্য, দর্শন, ব্যাকরণ ও অন্যান্য জ্ঞানভান্ডারে সংস্কৃত বেশ গৌরবশালী সন্দেহ নাই। সংস্কৃত আধুনিক ভারতীয় ভাষা হিসেবে উল্লিখিত যে কারণগুলির জন্য, সেগুলি ৬০-এর দশকে শিক্ষাবিদরা একভাবে উল্লেখ করেছিলেন –

> “Considering the special importance of Sanskrit to the growth and development of Indian languages and its unique contribution to the cultural unity of the country, facilities for its teaching at the school and university stages should be offered on a more liberal scale. Development of new methods of teaching the language should be encouraged, and the possibility explored of including the study of Sanskrit in those courses (such as modern Indian languages, ancient Indian history, Indology and Indian philosophy) at the first and second degree stages, where such knowledge is useful’’ (India, Ministry of Education, xiii).

সংস্কৃতকে আধুনিক মাতৃভাষাগুলির সঙ্গে তুলনা করা যায় না। বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া, গুজরাটি, রাজস্থানী, সিন্ধি ইত্যাদি আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষাগুলি বিকশিত হয়েছে লোকায়ত জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে। এই ভাষাগুলি জীবনযাত্রায়, কথায়-আচরণে বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তুলছে। বর্তমানে দেশে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহারকারীর সংখ্যা কত? সারা দেশে হাতে গোনা মাত্র কয়েকটি গ্রামের মানুষ সংস্কৃত ভাষায় কথা বলেন। কর্ণাটকের মাত্তুর এবং হোসাহাল্লি, মধ্যপ্রদেশের মোহাদ, বাঘুয়ার, ঝিরি, রাজস্থানের গানোডা, কেরালার কলাডি এবং ওড়িশার সাসনা গ্রামের বাসিন্দারা সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করেন। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী সংস্কৃত ভাষায় কথা বলা মানুষের সংখ্যা ভারতে ২৪,৮২১ জন। সংস্কৃত কিন্তু এদের মাতৃভাষা নয়। সংস্কৃত ভাষার কোডীভূত রূপ আয়ত্ত করে সংস্কৃতে কথা বলছে মাত্র। জন্মসূত্রে সংস্কৃত পরিবেশ থেকে বেড়ে ওঠা নয়। (মুখোপাধ্যায়, ২০২২, পৃ. ১১৩)

সংস্কৃত ভাষায় সরকারি বরাদ্দ অন্য ধ্রুপদী ভাষাগুলোর তুলনায় অনেক বেশি। ব্রিটিশরাও তাই চেয়েছিল। বিজ্ঞান, ভূগোলকে সংস্কৃতে অনুবাদের জন্য তারা বিপুল অর্থ বরাদ্দ করতো। সংস্কৃত শিক্ষা পদ্ধতিতে তাদের উৎসাহ ছিল।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 120
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 960 - 968
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

রামমোহন সহ অন্যান্য দেশীয় পন্ডিতরা সংস্কৃত শিক্ষা পদ্ধতির বিরোধিতা করেছিলেন। জাতীয় শিক্ষানীতিতে কিন্তু বলা হয়েছে -

> "Due to its vast and significant contributions and literature across genres and subjects, its cultural significance and its scientific nature... Sanskrit... will be taught not in isolation, but in interesting and innovative ways and connected to other contemporary and relevance subjects such as mathematics and astronomy philosophy, linguistic, dramatics, yoga etc... Sanskrit will become a natural part of a holistic multidisciplinary higher education if a student so chooses. Sanskrit teachers in large numbers will be professionalised across the country in mission mode through the offering of a four year integrated multidisciplinary B.ED dual degrees in education and Sanskrit'' (NEP 2020, Clause 22.15).

সংস্কৃত শিক্ষা পদ্ধতি দিয়ে আধুনিক বিজ্ঞান, কারিগরিবিদ্যা, একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বকে স্পর্শ করা কি সম্ভব? জাতীয় শিক্ষানীতিতে এমন ধারণাও তুলে ধরা হয়েছে –

> ''The importance, relevance, and beauty of the classical languages and literature of India also cannot be overlooked. Sanskrit, while also important modern language, mentioned in the Eigth schedule of the constitution of India, possesses a classical literature that is greater in volume than that of Latin and Greek put together'' (NEP 2020, Clause 4.17).

এই মতের সঙ্গে সব ভাষাবিদ একমত হবেন না। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে। কিন্তু তার সঙ্গে ত্রিভাষায় যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তাকে এক করে দেখা সমীচীন হবে কি!

উপসংহার : যেসব দেশ উন্নতির শীর্ষে পৌঁছাতে পেরেছে, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা তাদের বিকাশের পথে সোপান তৈরি করেছে। জাপান বিশ্বের অন্যতম অর্থনৈতিক শক্তিধর দেশে রূপান্তরিত হয়েছে। তার পেছনে প্রধান কারণ তাদের শিক্ষাব্যবস্থার আদ্যোপান্ত জাপানি ভাষায় সুগঠিত। আবার চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, জার্মানি - মাতৃভাষায় দক্ষ হওয়ার পর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তারা ইংরেজি বা বিশ্বের অন্যান্য প্রভাবশালী ভাষা ও উচ্চতর জ্ঞান আহরণ করছে। ফিনল্যান্ড, যারা আধুনিক বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, তারাও শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে শিশুর মাতৃভাষাকেই গুরুত্ব দিয়েছে। ভাষার আধারে ধরা থাকে সমৃদ্ধ মানবেতিহাস। মানুষকে ক্রমশ শিকড়-বিচ্ছিন্ন করে যদি তাদের ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়া হয়, তবে দেশের মূল স্রোতধারা থেকে হারিয়ে যাবে সেই মানবজাতির সুদীর্ঘ যাত্রাপথ, জীবন - যাপনের সমৃদ্ধ ইতিহাস। ভাষার বিলুপ্তিতে হারিয়ে যায় সেই ভাষাভাষীর মানুষের সংস্কৃতি, বিপুল শব্দভাণ্ডার, লোকাচার, লোকগান। ভারতে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে নানা সময়ে ভাষাগত ক্ষমতা বলবৎ করা হয়েছে। বর্তমানে 'এক দেশ এক ভাষা' - এমন রাষ্ট্রীয় ভাষ্য চাপিয়ে দেওয়ার আবহ তৈরি হচ্ছে। মাতৃভাষাগুলি রক্ষা করতে প্রয়োজন ভাষা নীতিতে হিন্দি সহ কুলীন ভাষাগুলির আধিপত্য থেকে মুক্তির বাস্তবায়ন। ২০২৪ সালের একটি বিবৃতিতে ইউনেসকো জোরালো ভাষায় লুপ্তপ্রায় ভাষাগুলি, বিশেষত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ভাষাগুলি রক্ষার আহ্বান জানিয়েছে। তাদের আশঙ্কা, শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষার ব্যবহার কমতে থাকলে তা শিক্ষায় সাফল্য এবং ব্যর্থতার মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে দেবে।

> "...the use of their own language as the medium of instruction can mean the difference between success and failure in education.'' (UNESCO, 1996)

একুশ শতকে প্রথাগত শিক্ষার পাঠ্যক্রমে ভাষাকে যেমন একটি বিষয় হিসেবে ঠাঁই দিতে হবে, তেমনি তা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবেও শিক্ষার্থী যাতে ব্যবহার করতে পারে সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। সেই আলোচনা শিক্ষানীতিতে লক্ষ করা যায়নি। কোন্ স্তরে কীভাবে শিক্ষার পাঠ্যক্রমে কোন্ ভাষা সংযুক্ত হবে, এই বিষয়ে শিক্ষা প্রণেতাদের সর্বাগ্রে দৃষ্টি দেওয়া জরুরি ছিল। মাতৃভাষার বিকাশে সর্বাগ্রে প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও সহায়তা। মাতৃভাষায় শিক্ষাদানে প্রয়োজন সেই ভাষায় শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষক শিক্ষণের পরিকল্পনা ও রূপায়ণ, পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং আর্থিক অনুদান। সর্বোপরি সমস্ত ভাষার প্রতি মর্যাদা প্রদান।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 120
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 960 - 968
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Bibliography:

Cummins, Jim. *Language, Power, and Pedagogy: Bilingual Children in the Crossfire*, Multilingual Matters, 2000

Curtis, Tim. 'Bhasa Matters in India's Multilingual Moment', The Hindu, February 21, 2026. https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/bhasha-matters-in-indias-multilingual-moment/article70657157.ece

Census. Government of India. http://censusindia.gov.in. 2011

UNESCO. The Use of Vernacular Languages in Education, 1953 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000002897/PDF/002897engb.pdf.multi

UNESCO. Success and Failure in School. Unesdoc Digital Library, 1996. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000262225

India, Ministry of Education. Report of the Education Commission 1964-66 : *Education and National Development.* Reprinted by the National Council of Educational Research and Training, 1971.

বিদ্যাসাগর, ঈ, 'Notes' on The Sanscrit College', *বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ*, ১ম খন্ড, বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি, ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৭২

দাস, শি, *ভাষাজিজ্ঞাসা*, প্যাপিরাস, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

চট্টোপাধ্যায়, সু, *ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা*, রূপা এন্ড কোম্পানি, বৈশাখ ১৩৫৬

মুখোপাধ্যায়, শি, 'ভাষার বৈচিত্র্য, বিপন্নতা ও ভাষার অধিকার', *সংবর্তক*, অষ্টাদশ বর্ষ, তৃত সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০২২